এদুটি প্রশ্ন অভিন্ন নয়, অর্থাৎ **সত্যতার লক্ষণ সংক্রান্ত প্রশ্ন এবং সত্যতার মানদণ্ড সংক্রান্ত প্রশ্ন অভিন্ন নয়।** সত্যতার লক্ষণে বচনের কোন বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করতে হয় আর সত্যতার মানদণ্ডে বচনের সত্যতাকে কিভাবে, কোন্ পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা নির্ধারণ করা যায় তার উল্লেখ করতে হয়। একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে এই দুটি বিষয়ের—সত্যতার স্বরূপ এবং সত্যতার মানদণ্ডের পার্থক্য বোঝানো গেল ঃ

'ঐ পাত্রে জল আছে'

বচনটি সত্য হবে যদি তা বস্তুস্থিতির সঠিক প্রতিবেদন হয় অর্থাৎ বাস্তবিক পাত্রটিতে জল থাকে।

কিন্তু পাত্রটিতে জল থাকলেই বচনটিকে ('ঐ পাত্রে জল আছে) 'সত্য' বলে জানা যাবে না। বচনটিকে সত্যরূপে জানতে হলে সত্যতা যাচাই করার জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন হবে—পাত্রপূর্ণ তরল পদার্থটিকে পান করে যদি তৃষ্ণা নিবারিত হয় তাহলেই জানা যাবে যে বচনটি সত্য।

স্পষ্টতই, 'সত্যতার লক্ষণ কি ?' এবং 'সত্যতার মানদণ্ড কি ?' এদুটি প্রশ্ন দুটি ভিন্ন প্রশ্ন। এই অধ্যায়ে সত্যতার লক্ষণ আলোচিত হল।

১৫.৩. সত্যতা সম্পর্কে সাবেকী মতবাদ (Traditional theories of truth)

সত্যতা সম্পর্কে প্রধান তিনটি মতবাদ আছে। যথা—

(ক) আনুরূপ্যবাদ বা অনুরূপতাবাদ (Correspondence Theory)

(খ) সংসক্তিবাদ (Coherence Theory)

(গ) প্রয়োগবাদ (Pragmatic Theory)

এসব তত্ত্ব মূলত সত্যতার লক্ষণ সংক্রান্ত মতবাদ, অবশ্য প্রয়োগবাদকে লক্ষণ সংক্রান্ত এবং মানদণ্ড সংক্রান্ত মতবাদ রূপেও গণ্য করা যেতে পারে। প্রত্যেকটি মতবাদের আলোচনা করা গেল।

১৫.৪. সত্যতা সম্পর্কে আনুরূপ্যবাদ/অনুরূপতাবাদ (Correspondence Theory of Truth)

সত্যতা সম্পর্কে অনুরূপতাবাদ অনুসারে, কোন বিশ্বাস বা জ্ঞান তখনই সত্য হবে, যদি তার অনুরূপ ব্যাপার বা তথ্য বাস্তবিক (fact) থাকে। সত্যতা সম্পর্কে এটাই হল সাধারণ মানুষের মতবাদ, অবশ্য যদি সাধারণ মানুষের অভিমতকে 'মতবাদ' (theory) বলা হয়। আমরা সাধারণত মনে করি যে, আমাদের কোন বিশ্বাস, যথা ভৌত জগৎ সম্পর্কে বিশ্বাস, তখনই সত্য হয় যদি সেই বিশ্বাসটির অনুরূপ কোন বিষয় বা ব্যাপার বাহ্য জগতে থাকে। 'এই ঘরে একটা টেবিল আছে', আমার এই বিশ্বাসটিকে 'সত্য' বলা যাবে, কেননা আমার ঐ বিশ্বাসের অনুরূপ একটা টেবিল বাস্তবিক এই ঘরে আছে, কিন্তু 'ওপরে পড়ার ঘরে একটা হাতি আছে', আমার এই বিশ্বাসটিকে 'সত্য' বলা যাবে না, কেননা বাস্তবিক আমার বিশ্বাসের অনুরূপ কোন হাতি ওপরের ঘরে নেই।

বাহ্য জগতের বিশ্বাস সম্পর্কে বিশ্বাসের সত্যতা যেমন অনুরূপতার মাধ্যমে নির্ধারণ করা যায়, মনোজগতের বিশ্বাসের সত্যতাও তেমনি অনুরূপতার মাধ্যমে নির্ধারণ করা যায়। 'গতকাল আমার মাথা ব্যথা করেছিল,' আমার এই বিশ্বাসটিকে সত্য বলা যাবে যদি গতকাল বাস্তবিক অনুরূপ ঘটনা ঘটে থাকে অর্থাৎ আমার মাথা ব্যথা করে থাকে, না হলে আমার ঐ বিশ্বাসটিকে 'মিথ্যা' বলতে হবে।

বস্তুবাদী (realist) দার্শনিকরাও সত্যতা সম্পর্কে এই সাধারণ মতবাদকে সমর্থন জানিয়ে বলেন, **সত্যতা হল অনুরূপতা, তথ্য বা ব্যাপারের সঙ্গে বিশ্বাসের অনুরূপতা।** কোন বিশ্বাসের অনুরূপ ব্যাপার থাকলে বিশ্বাসটি সত্য হবে, না থাকলে বিশ্বাসটি মিথ্যা হবে।

এখন প্রশ্ন হল ঃ (১) 'তথ্য' বা 'ব্যাপার' (fact) বলতে আসলে কি বোঝানো হয়, এবং (২) 'আনুরূপ্য' বা 'অনুরূপতা সম্বন্ধ' বলতেই বা সঠিক অর্থে কি বোঝানো হয় ?

(১) ব্যাপার ঃ হস্‌পার্স **'ব্যাপার' শব্দটির দুটি অর্থের** উল্লেখ করেছেন ঃ

(ক) **'সত্য বচন'**—এই অর্থে অনেক সময় আমরা 'তথ্য' বা 'ব্যাপার' শব্দটিকে প্রয়োগ করে থাকি। যেমন, আমরা বলি, 'এটা একটা তথ্য যে আমি গতকাল চলে গিয়েছিলাম', 'ব্যাপারটা হল এই যে, আমি গতকাল চলে গিয়েছিলাম' অর্থাৎ 'আমি গতকাল চলে গিয়েছিলাম' কথাটা সত্য। এখানে 'আমি গতকাল চলে গিয়েছিলাম' এই 'সত্য বচন' অর্থে 'তথ্য' বা 'ব্যাপার' শব্দটি প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু 'তথ্য' বা 'ব্যাপার' শব্দটিকে এপ্রকার 'সত্য বচন' অর্থে গ্রহণ করলে অনুরূপতাবাদীদের সত্যতা সংক্রান্ত মতবাদটির আর কোন প্রয়োগ থাকতে পারে না, কেননা তখন এটাই বলতে হবে যে, 'একটি বচন বা বিশ্বাস তখনই সত্য হবে যদি তা অন্য একটি সত্য বচনের (তথ্য বা ব্যাপারের নয়) অনুরূপ হয়'। 'একটি বচন সত্য হবে যদি তা সত্য বচনের অনুরূপ হয়'—এভাবে সত্যতার সংজ্ঞা দিলে বাস্তবিক কিছুই বলা হয় না।

(খ) **'বস্তুস্থিতির বিবরণ'**—'তথ্য' বা 'ব্যাপার' (fact) শব্দটিকে অনেক সময় আবার 'বচনের' পরিবর্তে 'বস্তুস্থিতির (states-of-affairs) বিবরণ' অর্থে ব্যবহার করে বলা হয়, 'একটি বচন বা বিশ্বাস তখনই সত্য হয় যখন তা কোন বাস্তব বস্তুস্থিতির **বিবরণ** দেয়'। সত্যতার এই সংজ্ঞাটিও আসলে পূর্ববর্তী সংজ্ঞার পুনরাবৃত্তি। 'বিবরণ' বলতে বাচিক অর্থাৎ বচনে প্রকাশিত বিবরণ বোঝায়। তাহলে এখানে সংজ্ঞাটির মানে হয়, 'একটি বচন বা বিশ্বাস তখনই সত্য হবে যদি তা অন্য এক বা একাধিক সত্য বচনের অনুরূপ হয়।' সত্যতার এপ্রকার সংজ্ঞায় বাস্তবিক কিছুই বলা হয় না।

অনুরূপতাবাদীরা 'তথ্য' বা 'ব্যাপার' শব্দটিকে 'বচন' বা 'বিশ্বাস' অর্থে প্রয়োগ করেন নি, 'বচন' বা 'বিশ্বাসের বিষয়বস্তু' অর্থে প্রয়োগ করেছেন। বস্তুবাদীদের মতে, একদিকে আছে চিন্তাঘটিত বচন বা বিশ্বাস আর অন্যদিকে আছে তার বিষয়বস্তু বা ব্যাপার, যা কোন চিন্তাঘটিত বিষয় নয়, চিন্তা-নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ বিষয় (object)। **যখন চিন্তাঘটিত বিশ্বাসের সঙ্গে চিন্তানিরপেক্ষ বিষয়ের অর্থাৎ ব্যাপারের মিল বা সাদৃশ্য (আনুরূপ্য) থাকে তখন সেই বিশ্বাসটি সত্য হয়।**

সঙ্গতভাবেই এখানে প্রশ্ন হল ঃ বিশ্বাসের সঙ্গে তার বিষয়ের (ব্যাপারের) আনুরূপ্য

সম্বন্ধের স্বরূপ কি ? অর্থাৎ বিশ্বাসের সঙ্গে সেই বিশ্বাসের আনুরূপ্য সম্বন্ধ বলতে আসলে কি বোঝায় ?

(২) **আনুরূপ্য :**

আনুরূপ্য সম্বন্ধকে কি 'সাদৃশ্য সম্বন্ধ' বলা যাবে ? রঙের তালিকার (colour chart) একটি বিশেষ রঙের সঙ্গে আমার ঘরের দেওয়ালের রঙের যে আনুরূপ্য বা সাদৃশ্য সম্বন্ধ, বিশ্বাসের সঙ্গে বিশ্বাসের বিষয়ের সম্বন্ধকে ঐ প্রকার 'আনুরূপ্য সম্বন্ধ' বলা যাবে না। 'আমার বাড়ীর দেওয়ালের রঙের সঙ্গে রঙের তালিকার এই বিশেষ রঙটির সাদৃশ্য আছে', এমন কথা বলা গেলেও আমরা এমন বলি না অথবা বলতে পারি না যে 'আমার এই বিশ্বাসের সঙ্গে তার বিষয়বস্তুর সাদৃশ্য আছে।' ধরা যাক, আমার বিশ্বাসটি হল—'এই ঘরে একটা টেবিল আছে' এবং বিশ্বাসের বিষয়টি হল 'ঘর-মধ্যস্থ একটি টেবিল'। প্রথমটি চিন্তাঘটিত ব্যাপার, দ্বিতীয়টি বাহ্যবস্তু। চিন্তাঘটিত ব্যাপার কখনও বাহ্যবস্তুর সদৃশ হতে পারে না। কাজেই, আনুরূপ্য সম্বন্ধকে 'সাদৃশ্য-সম্বন্ধ' বলা সঙ্গত হবে না।

আনুরূপ্য সম্বন্ধকে কি 'এক-এক-সম্বন্ধ' (one-one-relation) বা 'অভিন্ন গঠনগত সম্বন্ধ' বলা যাবে ? গ্রন্থাগারের বই-এর তালিকার সঙ্গে তাক্-এর বই-এর যে সাদৃশ্য-সম্বন্ধ, বিশ্বাসের সঙ্গে বিশ্বাসের বিষয়ের সম্বন্ধকে ঐ প্রকার 'আনুরূপ্য সম্বন্ধ' বলা যাবে না। বই-এর 'তালিকা' যেমন বাহ্যবস্তু, তাকের বই-ও তেমনি বাহ্যবস্তু এবং এদুটি বাহ্য বস্তুর মধ্যে এক-এক-সম্বন্ধ নির্ধারণ করা সম্ভব ; কিন্তু চিন্তাঘটিত বিশ্বাসের সঙ্গে চিন্তা-বহির্ভূত বিষয়ের মধ্যে এক-এক-সম্বন্ধ নির্ধারণ সহজসাধ্য নয়। তাছাড়া, 'এক-এক-সম্বন্ধ' বলতে বোঝায় 'অভিন্নতা সম্বন্ধ'। বিশ্বাসের সঙ্গে বা বচনের সঙ্গে যদি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের এক-এক-সম্বন্ধ থাকে তাহলে সেদুটি বিষয়—বিশ্বাস এবং বিশ্বাসের বিষয়—আর দুটি ভিন্ন বিষয় থাকে না, তারা উভয়ে মিলে একটি বিষয়ে পরিণত হয় এবং সেক্ষেত্রে বিশ্বাস বা বচনকে আর 'বিষয়ের অনুরূপ' বলা যায় না। দুটি ভিন্ন বিষয় না থাকলে 'অনুরূপতা' বা 'আনুরূপ্য' শব্দটি অর্থহীন হয়। কাজেই, অনুরূপতা সম্বন্ধকে 'এক-এক-সম্বন্ধও' বলা যায় না।

'অনুরূপতা' বা 'আনুরূপ্য' বলতে অনুরূপতাবাদীরা (যথা, জন্ লক্) আসলে যা বলতে চান তা হল—**'মনশ্চিত্রের সঙ্গে তথ্য বা ব্যাপারের অনুরূপতা'**। যখন আমরা ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে কিছু বিশ্বাস করি অথবা বলি, যথা—'এই ঘরে একটা টেবিল আছে', তখন আমাদের মনোমধ্যে বিশেষ এক মানসিক চিত্রের বা প্রতিরূপের আবির্ভাব হয় এবং আমরা মনে করি যে, ঐ চিত্র বা প্রতিরূপের অনুরূপ কোন বিষয় যদি বাস্তবিক সেখানে থাকে তাহলেই আমাদের ঐ বিশ্বাস বা বচনটি সত্য হবে। অর্থাৎ **জ্ঞানানুরূপ বিষয় যদি বাস্তবিক থাকে তাহলেই সেই জ্ঞান বা বচন সত্য হবে।**

আপাত দৃষ্টিতে সত্যতা সম্পর্কে অনুরূপতাবাদীদের এই অভিমতটিকে এক সহজ সরল এবং নির্দোষ মতবাদ বলে মনে হয়—**মনস্থ ধারণা বা প্রতিরূপ (image) যদি বাহ্যবস্তুর অনুরূপ হয় তাহলে বিশ্বাস বা বচন সত্য হবে, না হলে মিথ্যা হবে।** তবে, মতবাদটিকে সযত্নে পরীক্ষা করলে এটা স্পষ্ট হবে যে, মতবাদটি এক অতি জটিল মতবাদ, যেখানে দুটি বিষয়ের মধ্যে অনুরূপতা কোনভাবেই প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

সমালোচনা (Criticism)

প্রথমত, দ্বৈতবাদী অনুরূপতাবাদীরা দুটি স্বতন্ত্র বিষয়ের উল্লেখ করেন—মনস্থ ধারণা বা মনশ্চিত্র এবং মনোবহির্ভূত বিষয়। মনশ্চিত্র বিষয়ের অনুরূপ হলে জ্ঞান বা বচন সত্য হবে। কিন্তু মূর্ত বিষয় সংক্রান্ত চিন্তার ক্ষেত্রে—ঘোড়া, টেবিল ইত্যাদি সংক্রান্ত চিন্তার ক্ষেত্রে ঘোড়ার অথবা টেবিলের মনশ্চিত্র থাকলেও বিমূর্ত চিন্তার ক্ষেত্রে শব্দ-প্রতিরূপ বা সংকেত-লিপি-প্রতিরূপ অতিরিক্ত কোন মনশ্চিত্র থাকে না। যেমন, গাণিতিক জ্ঞান বা বচন। এজাতীয় বিমূর্ত চিন্তার ক্ষেত্রে অনুরূপতার উল্লেখ করে বচনের সত্যতা প্রতিষ্ঠা করা যাবে না।

তাছাড়া, মনস্থ চিত্র বা ধারণা কখনো মনোবহির্ভূত তথ্য বা ব্যাপারের সদৃশ অর্থাৎ অনুরূপ হতে পারে না। একটি মানস প্রতিরূপ বা ধারণা অন্য একটি মানস প্রতিরূপ বা ধারণার অনুরূপ হতে পারে, অথবা একটি তথ্য বা বস্তুস্থিতি অন্য এক তথ্য বা বস্তুস্থিতির অনুরূপ হতে পারে ; কিন্তু একটি মানসিক ছবি, যা চিন্তাঘটিত ব্যাপার, কখনই চিন্তা-বহির্ভূত তথ্যের অনুরূপ হতে পারে না। 'তথ্যের সঙ্গে বচনের সাদৃশ্য আছে'—অনুরূপতাবাদীদের এমন কথা আসলে এক অর্থহীন শব্দ-জটলা।

দ্বিতীয়ত, অনুরূপতাবাদীরা যে চিন্তা বা ধারণা অতিরিক্তভাবে বিশুদ্ধ তথ্য বা ব্যাপারের কথা বলেন তাও সঠিক হতে পারেনি। আসলে, মনশ্চিত্র বা ধারণা যেমন চিন্তা-ঘটিত ব্যাপার, বচনের প্রকাশিত তথ্য বা ব্যাপারও তেমনি কোন না কোনভাবে চিন্তাঘটিত ব্যাপার। অধ্যাপক ব্ল্যানশার্ড (Blanshard) বিষয়টিকে এভাবে বুঝিয়েছেন :* যদি কেউ বলে, 'ঐ পাখিটা কোকিল' তাহলে তার বাক্যটিকে সত্য বলা যাবে যদি বাক্যোক্ত বিষয়টি একটি পাখি হয় এবং তা কোকিল হয়। কিন্তু অনুরূপতাবাদীদের অনুসরণ করে এখানে এমন বলা যাবে না যে, বাক্যোক্ত 'পাখি' বা 'কোকিল' বিশুদ্ধ আণবিক তথ্য (atomic fact) যার সঙ্গে চিন্তার কোন যোগসাধন হয় নি। বিশুদ্ধ আণবিক তথ্য এক অর্থহীন সংবেদন জটলা মাত্র যা পাখিরূপে বা কোকিল রূপে আবির্ভূত হয় না। আমার সামনের বস্তুটা যে একটা পাখি তা জানতে হলে আমার এসব পূর্বজ্ঞান থাকা প্রয়োজন—'পাখি হয় জীব', 'পাখির পাখা থাকে', ইত্যাদি। এসবই চিন্তাঘটিত অবধারণ বা বচন। তেমনি, আমার সামনের বস্তুটা যে একটা কোকিল তা জানতে হলে আমার এসব পূর্বজ্ঞান থাকা প্রয়োজন—'কোকিল কালো', 'কোকিল দেখতে কাকের মতো', 'কোকিলের ডাক বড় মধুর' ইত্যাদি। এসবও চিন্তাঘটিত অবধারণ বা বচন। আমার সামনের বস্তুটিতে এসব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় বলেই তাকে আমি 'পাখি' এবং 'কোকিল'রূপে শনাক্ত করতে পারি। স্পষ্টতই, 'ঐ পাখিটা কোকিল' বচনটির সত্যতা কোন অর্থহীন আণবিক তথ্যের সঙ্গে অনুরূপতার ওপর নির্ভরশীল নয়, তা নির্ভর করে একাধিক বচনের সঙ্গে সঙ্গতির বা সংসক্তির (coherence) ওপর।

তৃতীয়ত, অতীতের ঘটনা সংক্রান্ত বচনের সত্যতা অনুরূপতার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। একটি ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করে বিষয়টি বোঝানো গেল :* 'দ্বন্দ্বযুদ্ধে বুর হ্যামিলটন্‌কে হত্যা করেছিলেন' (Burr killed Hamilton in a duel) বচনটির সত্যতা

* The Nature of Thought. vol. 11. P. 228.
* The Nature or Thought. Vol. II., Blanshard. P. 226.

তথ্যের সঙ্গে অনুরূপতার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়, কেননা নিহত হ্যামিলটনের মতো বূর-ও এখন মৃত এবং ঐ ঘটনার কোন প্রত্যক্ষদর্শীও আজ জীবিত নেই। বচনটির সত্যতা নির্ধারণ করতে হলে ঐ সময়কার বিভিন্ন সংবাদপত্রের, পত্র-পত্রিকার সাহায্য নিতে হয় ; অর্থাৎ এক্ষেত্রেও বচনটির সত্যতা নির্ধারণের জন্য বচনের সঙ্গে তথ্যের অনুরূপতার পরিবর্তে বচনটির সঙ্গে অপরাপর বচনের, এক বচনমণ্ডলীর সংসক্তির ওপর বা সামঞ্জস্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। ভবিষ্যতের বচন সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। আবার, এমন কিছু সত্য প্রাকল্পিক বচনের উল্লেখ করা যায় যেখানে বাস্তব জগতের কোন কিছুই ঘোষণা করা হয় না এবং ফলত তাদের সত্যতা অনুরূপতার মাধ্যমেও নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না। যেমন, 'যদি রামের দুটি পুত্র এবং দুটি কন্যা থাকে তাহলে রামের চারটি সন্তান আছে,' এই প্রাকল্পিক বচনটি সত্য হলেও অনুরূপতার মাধ্যমে বচনটির সত্যতা নির্ধারণ করা যায় না যেহেতু বচনটিতে কোন তথ্যের ঘোষণা নেই।

প্রকৃতপক্ষে, অনুরূপতাবাদের বিরুদ্ধে এসব আপত্তির মূলে হল 'অনুরূপতা' শব্দটির অর্থের অস্পষ্টতা। অধ্যাপক ইউয়িং তাই বলেন, 'অনুরূপতা' শব্দটির সঠিক সংজ্ঞা দিতে না পারলে অনুরূপতাবাদকে সন্তোষজনক মতবাদরূপে গণ্য করা যাবে না।** তবে, 'সন্তোষজনক' বলা না গেলেও অধ্যাপক হসপার্স বলেন যে, সত্যতা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের এই মতবাদটিকে পুরোপুরি ভ্রান্ত বলে বাতিল করাও যাবে না। এমন হতে পারে যে, 'অনুরূপতা' বা 'আনুরূপ্য' শব্দটি অসংজ্ঞেয় (indefinable) অর্থাৎ শব্দটি সংজ্ঞা দেওয়া যায় না এবং অনুরূপতার মাধ্যমে সত্যতারও সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। তবে, হসপার্স বলেন যে, 'সত্যতা অসংজ্ঞেয়' বলার অর্থ এমন নয় যে, সত্যতা সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। 'সত্যতা অসংজ্ঞেয়' বললে এটাই বোঝানো হয় যে, 'সত্যতা অবিশ্লেষ্য', কোন শব্দের মাধ্যমে সত্যতাকে বিশ্লেষণ করা যায় না। শাব্দিক সংজ্ঞাকে স্বীকার করতে হলে অন্তিম পর্যায়ে এমন কিছুকে স্বীকার করতে হয় যাকে আর শব্দের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা যায় না, যা অবিশ্লেষ্য, অসংজ্ঞেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ লাল, হলুদ রঙের উল্লেখ করা যায়। 'লাল' অথবা 'হলুদের' শাব্দিক সংজ্ঞা সম্ভব না হলেও লাল অথবা হলুদের অনুভব ঠিক কেমন তা আমরা জানি। একইভাবে, সত্যতাকে অনুরূপতার মাধ্যমে সংজ্ঞা দিতে না পারলেও 'সত্য বচন' বলতে ঠিক কি বোঝায় তা আমরা অনুরূপতার মাধ্যমে জানতে পারি।

১৫.৫. সংসক্তিবাদ (Coherence Theory)

'সংসক্তি' বলতে বোঝায়, একটি বিশ্বাসের সঙ্গে অপরাপর বিশ্বাসের বা একটি বচনের সঙ্গে অপরাপর বচনের এমন এক প্রকার সম্বন্ধ যেখানে একটি বিশ্বাস বা বচনের সত্যতা অন্যান্য বিশ্বাস বা বচনের সত্যতার ওপর নির্ভরশীল। সংসক্তিবাদ অনুসারে, একটি বচনের সত্যতা নির্ধারণের জন্য তাই জানতে হয় যে, বচনটি অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বচনের সত্যতার সঙ্গে সংস্পৃক্ত কিনা, বচনটির সত্যতা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বচনের সত্যতা থেকে নিসৃত হয় কি-না। কোন বচন বা বিশ্বাস নিজে নিজে সত্য নয়, বচনের সত্যতা নির্ভর করে অন্যান্য বচনের

** The Fundamental Questions of Philosophy. A.C. Ewing. 57.

সঙ্গে, একটি বচন-মণ্ডলীর সঙ্গে, তার সংসক্তি-সম্বন্ধের ওপর। কোন লোক জলে ডুবে মারা গেলে যখন আমরা বলি 'লোকটি জলে ডুবে মারা গেল'—তখন ঐ বচনটির সত্যতা একাধিক সত্য বচনের সঙ্গে তার সংসক্তির ওপর নির্ভর করে। যথা—'জলের থেকে আপেক্ষিক ভার সম্পন্ন বস্তু জলে ডুবে যায়', 'মানুষের দেহের ভার সমপরিমাণ জলের থেকে বেশী ভারী', 'জলে ডুবলে স্থলজীবের শ্বাস কষ্ট হয়', 'শ্বাসকষ্টে জীবের মৃত্যু ঘটে' ইত্যাদি। কাজেই যখন কেউ বলে 'লোকটি জলে ডুবে মারা গেল' তখন আমরা তার কথাকে সত্য বলে গ্রহণ করি। কিন্তু যখন কেউ বলে 'একটা লোক নদীর ওপর দিয়ে হেঁটে গেল কিন্তু ডুবল না' তখন তার কথাকে সত্য বলে গণ্য করি না, কেননা কথাটি সংশ্লিষ্ট অপরাপর সত্য বচনের সঙ্গে সংসক্তি সম্বন্ধে আবদ্ধ নয়।

ভাববাদী দার্শনিক হেগেল (Hegel) এবং তাঁর অনুগামী ব্র্যাড্‌লি (Bradley), বোসাঙ্কে (Bosanquet) প্রভৃতি দার্শনিকগণ বচনের সত্যতা প্রসঙ্গে সংসক্তিবাদের পৃষ্ঠপোষক। এঁদের মতে, 'কোন বচনের সত্যতা বচন-অতিরিক্ত তথ্য বা বস্তুস্থিতির ওপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে বচনের সঙ্গে বচনের (বা বচন-মণ্ডলীর) সংসক্তির ওপর। 'সংসক্তি' হল বচনসমূহের পারস্পরিক সম্বন্ধ, বচনের সঙ্গে অন্য কিছুর (যথা—তথ্য বা বস্তুস্থিতির, যা বচন নয়) সম্বন্ধ নয়।'[১]

অনুরূপতাবাদ ও সংসক্তিবাদ (Correspondence theory & Coherence theory)

বস্তুবাদী দার্শনিকগণ অনুরূপতাবাদের পৃষ্ঠপোষক, ভাববাদী দার্শনিকগণ সংসক্তিবাদের পৃষ্ঠপোষক। বস্তুবাদীরা দ্বৈতবাদী, তাঁরা দুটি জগতের উল্লেখ করেন—মনোজগৎ এবং মনাতিরিক্ত বাহ্য জগৎ। মনস্থ বিশ্বাস বা জ্ঞান যখন বাহ্যবস্তুর অনুরূপ হয় তখন সেই জ্ঞান বা বিশ্বাসটি সত্য হয়, না হলে মিথ্যা হয়।

কিন্তু দুটি জগৎ ভিন্ন ও স্বতন্ত্র হলে তাদের একটি অন্যটির অনুরূপ হতে পারে না। স্বজাতীয় বিষয়ের মধ্যেই আনুরূপ্য সম্ভব। এজন্য ভাববাদী দার্শনিকগণ কেবল একটি জগতের, চিন্তার জগতের, উল্লেখ করেন। অদ্বৈতবাদী হেগেল এবং তাঁর অনুগামীদের মতে, চিন্তাই একমাত্র সদ্বস্তু, চিন্তাকে অতিক্রম করে চিন্তা-অতিরিক্ত অন্য কিছুর অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়, কেননা সেই 'অন্য কিছুও' সেক্ষেত্রে হবে চিন্তা-ঘটিত বিষয়। জ্ঞান বা বিশ্বাস যেমন চিন্তা-ঘটিত ব্যাপার, সেই বিশ্বাসের বিষয়ও তেমনি চিন্তা-ঘটিত ব্যাপার। চিন্তা-নিরপেক্ষভাবে বিষয় যদি থাকেও, তা আমাদের জ্ঞানীয় বিষয় হতে পারে না—আমাদের জ্ঞান জগতের প্রতিটি বাস্তব ও সম্ভাব্য বিষয় জ্ঞান-সম্বন্ধে আবদ্ধ বিষয়। 'এই পাখিটা কোকিল' যেমন চিন্তাঘটিত বিষয়, বচনে উক্ত 'পাখি' এবং 'কোকিল'-ও চিন্তাঘটিত বিষয়—কোনটিও চিন্তা নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ বিষয় নয়। কোন বস্তু নিজে নিজে 'পাখি' অথবা 'পর্বত' অথবা 'বৃক্ষ' নয়—'পাখি', 'পর্বত', 'বৃক্ষ' ইত্যাদি নামগুলি আমাদের চিন্তাই বস্তুতে আরোপ

[১] 'It is not the correspondence of propositions with facts that constitutes truth, according to this view, but rather the coherence of propositions with one another. Coherence is a relation among propositions, not a relation between a proposition and something else (a state-of-affairs) which is not a proposition'. An Introductions to Philosophical Analysis, J. Hospers, P. 116.

করে তাদের লক্ষণধর্ম অনুসারে। ভাববাদীরা এজন্য জ্ঞান বা বচনের সত্যতা প্রসঙ্গে জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞানবহির্ভূত বিষয়ের আনুরূপ্যের কথা বলেন না, কেননা অদ্বৈতবাদী হেগেলপন্থীদের মতে 'চিন্তা-নিরপেক্ষ বিষয়' বলে বাস্তবত কিছু থাকতে পারে না। জ্ঞানের বা বচনের সত্যতা নির্ভর করে সংসক্তির ওপর। **কোন বচন যদি প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত অপরাপর বচনের সঙ্গে সংসক্তি-সম্বন্ধে আবদ্ধ হয় তাহলে বচনটি সত্য হবে, না হলে তা মিথ্যা হবে।**

প্রশ্ন হল, বচনসমূহের কি প্রকার সম্বন্ধকে 'সংসক্তি' বলা হবে ? 'সংসক্তি' বলতে, অনেক সময় 'সংগতি'কে (consistency) বা 'অবিরোধিতাকে' বোঝানো হয়। সংসক্তিবাদীরা 'সংসক্তি' শব্দটিকে 'সংগতি'/'সামঞ্জস্য' বা 'অবিরোধিতা' অর্থে প্রয়োগ করেননি, কেননা সংগতি-সম্বন্ধ সংসক্তি-সম্বন্ধ অপেক্ষা অনেক বেশী দুর্বল সম্বন্ধ। দুই বা ততোধিক বচনের মধ্যে সংগতি থাকার অর্থ হল, তাদের মধ্যে বিপরীত বিরোধিতার অথবা বিরুদ্ধ বিরোধিতার সম্বন্ধ নেই, অর্থাৎ তাদের একটি সত্য হলে অন্যটি বা অন্যগুলি মিথ্যা হয় না। দুই বা ততোধিক বচন, তারা স্বতন্ত্র, সম্পর্কবিহীন, অসংলগ্ন, অপ্রাসঙ্গিক হলেও—যদি এমন হয় যে তাদের মধ্যে বৈপরীত্য নেই, বিরুদ্ধতাও নেই, তাদের একটি সত্য হলে অন্যগুলিও সত্য হতে পারে, তাহলেই বলা যাবে যে তাদের মধ্যে 'সংগতি' বা 'সামঞ্জস্য' আছে। এপ্রকার 'সংগতি' অর্থে সংসক্তিকে গ্রহণ করলে নিম্নোক্ত বচনগুলির মধ্যে সংসক্তি-সম্বন্ধ মানতে হয়, কেননা অসংলগ্ন বচনগুলির কোন একটি সত্য হলে অন্যগুলিও সত্য হতে পারে :

২ + ২ = ৪

আফ্রিকার জঙ্গলে সিংহ আছে

সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে

ব্রুটাস সিজারকে হত্যা করেছিলেন

বিড়াল লোমশ প্রাণী

এসব বচনগুলি পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ, কেননা এদের একটি সত্য হলে অন্যগুলিও সত্য হতে পারে, অর্থাৎ বচনগুলির মধ্যে বিপরীত বিরোধিতার বা বিরুদ্ধ বিরোধিতার সম্বন্ধ নেই। তবে, এসব বচনগুলির যুগপৎ সত্য হবার পথে কোন বাধা না থাকলেও তাদের কোন একটির সত্যতা অন্য বচনের সত্যতা প্রতিপাদন করে না অথবা তাদের কোন একটি বচনের সত্যতা অন্য বচনের দ্বারা প্রতিপাদিত হয় না।

সংসক্তিবাদীরা এপ্রকার দুর্বল বাচনিক সম্বন্ধকে 'সংসক্তি সম্বন্ধ' বলেন না ; **সংসক্তি সম্বন্ধ অনেক জোরালো সম্বন্ধ, যেখানে বচন মণ্ডলীর অন্তর্গত প্রত্যেকটি বচনের সত্যতা অন্যান্য বচনের সত্যতার দ্বারা সমর্থিত হয়।** 'একগুচ্ছ বচনকে সংসক্তি-সম্বন্ধে আবদ্ধ বলা যাবে না যদি না তাদের প্রত্যেকে প্রত্যেকের দ্বারা সমর্থিত হয়—তারা পরস্পর সমর্থন-সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়।'[১] 'পারস্পরিক সমর্থনের সম্বন্ধই' হল সংসক্তিবাদের মূলকথা। একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে অধ্যাপক হস্‌পার্স সংসক্তি সম্বন্ধকে বুঝিয়েছেন :

কোন খুনের মামলার পাঁচজন সাক্ষী, যারা পরস্পর পরস্পরকে চেনেনা, যদি স্বতন্ত্রভাবে

[১] 'A group of propositions is not coherent unless each of them supports the other ones—they are mutually supporting.' Ibid. P. 117

বলে যে, 'খুন হবার দিনটিতে তারা প্রত্যেকে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তিটিকে (খুনী সন্দেহে ধৃত ব্যক্তিটিতে) নিহত ব্যক্তির বাড়ীর সামনে বিশেষ এক সময়ে (ধরা যাক, সময়টা খুন হবার কিছু আগের সময়) দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে', তাহলে বলা যাবে যে তাদের বিবৃতিগুলির মধ্যে সংসক্তি-সম্বন্ধ আছে। একথা ঠিক যে, সাক্ষীরা কতটা বিশ্বাসভাজন ও সত্যবাদী তা জানা না থাকলে তাদের কোন একজনের সাক্ষ্যকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া সমীচীন হয় না। কিন্তু যখন তারা একইরকম সাক্ষ্য দেয়, যদিও তাদের পরস্পরের মধ্যে কোন পরিচয় নেই এবং মিলিতভাবে কু-অভিসন্ধি খাড়া করার (কোন বিশেষ ব্যক্তিকে খুনী রূপে সাব্যস্ত করার) অবকাশ নেই, তখন বলতে হবে যে, তাদের একজনের সাক্ষ্য যেমন অন্যের সাক্ষ্যকে সমর্থন করে তেমনি অন্যের সাক্ষ্যের দ্বারা সমর্থিত হয়, অর্থাৎ তাদের সাক্ষ্যরূপ বিবৃতির মধ্যে সংসক্তি-সম্বন্ধ আছে। এক্ষেত্রে অপরের সাক্ষ্যের দ্বারা সমর্থিত হবার জন্য প্রত্যেকের সাক্ষ্যের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় এবং মনে করা হয় যে তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্যই সত্য ; মনে করা হয় যে পাঁচজনের প্রতিজনের সাক্ষ্য-বিবৃতি সত্য, কেননা একজনের বিবৃতির সঙ্গে অপর চারজনের বিবৃতির (সাক্ষ্যের) সংসক্তি-সম্বন্ধ আছে।

হেগেলপন্থী সংসক্তিবাদীদের সত্যতত্ত্ব (theory of truth) তাদের সত্তাতত্ত্বের (theory of reality) ওপর নির্ভরশীল। অদ্বৈতবাদী হেগেল এবং তাঁর অনুগামীদের মতে, 'পরমচিন্তা হল পরমতত্ত্ব' (Thought is reality)। এই পরমতত্ত্বের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানলাভ মানুষের সাধ্যাতীত। মানুষের জ্ঞানভাণ্ডার ক্রমশ সমৃদ্ধ ও সম্প্রসারিত হলেও পরমতত্ত্বের পরিপূর্ণ প্রতিফলন কখনো সম্ভব নয়। এজন্য জ্ঞানমাত্রই আংশিক সত্য এবং আংশিক মিথ্যা। একটি জ্ঞান বা বচনকে আংশিক সত্য বলা যাবে কেননা তা প্রতিষ্ঠিত কিন্তু খণ্ডিত বচনমণ্ডলীর সঙ্গে সংসক্তি সম্বন্ধে আবদ্ধ ; আবার জ্ঞানটিকে আংশিক মিথ্যা বলা যাবে, কেননা তা পরিপূর্ণ বা অখণ্ডিত বচনমণ্ডলীর সঙ্গে সংসক্তি সম্বন্ধে আবদ্ধ নয়। পরিপূর্ণ সত্যজ্ঞান থাকলেও তা মানুষের কাছে অলভ্য, অর্থাৎ পরমতত্ত্বের পরিপূর্ণ জ্ঞান মানুষের কাছে অলভ্য। কোন জ্ঞান বা বচন যত বেশি ব্যাপক জ্ঞানভাণ্ডারের সঙ্গে, বচনমণ্ডলীর সঙ্গে, সংসক্তি-সম্বন্ধে আবদ্ধ হয় ততই তার সত্যতার মাত্রা বৃদ্ধি পায়। **বচনমণ্ডলীর ব্যাপকতা অনুসারে সংসক্তির মাত্রাভেদ হয় বলে কোন বচন বেশী সত্য হয়, আবার কোন বচন কম সত্য হয়।** যেমন, জোতির্বিদ কোপারনিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক মতবাদটি টোলেমির ভূকেন্দ্রিক মতবাদ অপেক্ষা ব্যাপকতর বচনমণ্ডলীর সঙ্গে সংসক্তি-সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়ায় কোপারনিকাসের মতবাদটি অপেক্ষাকৃতভাবে বেশি সত্য আর টোলেমির মতবাদটি অপেক্ষাকৃতভাবে কম সত্য।

সমালোচনা (Criticism)

সংসক্তিবাদ কোন নির্দোষ মতবাদ নয়। নিম্নোক্ত কারণে মতবাদটিকে পুরোপুরি গ্রহণ করা যায় না।

প্রথমত, সংসক্তিবাদ অনুসারে, একটি বচনের সত্যতা নির্ভর করে প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বচনের সঙ্গে তার সংসক্তির ওপর। কিন্তু এভাবে কেবল বাচনিক সংসক্তির ওপর নির্ভর করে সব ক্ষেত্রে বচনের সত্যতা নির্ধারণ করা যায় না। যেসব ক্ষেত্রে কোন বাস্তব বিষয় থাকে

না, যেমন জ্যামিতিক প্রতিজ্ঞাবাক্য, সেইরকম কয়েকটি ক্ষেত্রে মাত্র কেবল সংসক্তির ওপর নির্ভর করে বচনের সত্যতা নির্ধারণ সম্ভব। বাস্তব ব্যাপারের সঙ্গে মিল আছে বলে কোন জ্যামিতিক প্রতিজ্ঞাবাক্যকে সত্য বলা হয় না, তাকে সত্য বলা হয় এজন্য যে, প্রতিজ্ঞাবাক্যটির অন্যান্য প্রতিজ্ঞাবাক্য, স্বতঃসিদ্ধ বাক্য ও সংজ্ঞাবাক্যের সঙ্গে সংসক্তি আছে। কিন্তু তথ্য বা ব্যাপার সংক্রান্ত বচনগুলি এমন নয়। যেমন, পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তের পাঁচজন সাক্ষীর সাক্ষ্য-বাক্য ঃ

'আদালতের কাঠগড়ায় অবস্থিত ব্যক্তিটি বিশেষ দিনে বিশেষ বিশেষ স্থানে দাঁড়িয়ে ছিল।'

এখানে পাঁচজনের উক্তির মধ্যে কেবল সংসক্তি-সম্বন্ধ থাকার জন্যই বচনটি ('আদালতের কাঠগড়ায় ..... দাঁড়িয়ে ছিল' এই বচনটি) সত্য হয়নি, সাক্ষীদের প্রত্যেকে একটি তথ্যের বা ব্যাপারের যথাযথ বর্ণনা দিয়েছে বলেই অর্থাৎ সাক্ষীদের উক্তির সঙ্গে বিশেষ এক ব্যাপারের মিল (অনুরূপতা) আছে বলেই তাদের প্রত্যেকের উক্তি সত্য হয়েছে। বচনের সঙ্গে বচনের সংসক্তি-সম্বন্ধের উল্লেখ না করে যেমন অনুরূপতাবাদের সঠিক ব্যাখ্যা হয় না, তেমনি বচনের সঙ্গে তথ্যের অনুরূপতার উল্লেখ না করে সংসক্তিবাদেরও সঠিক ব্যাখ্যা হতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, সংসক্তির দ্বারা বচনের সত্যতা নির্ধারণ করতে হলে তা হবে এক অন্তহীন প্রক্রিয়া ; কোন এক পর্যায়ে সংসক্তিকে পরিহার করে আনুরূপ্যের আশ্রয় না নিলে বচনের সত্যতা নির্ধারণ সম্ভব হবে না। ধরা যাক্, P বচনটিকে সত্য বলা হয় এজন্য যে Q R S ইত্যাদি বচনের সঙ্গে P-এর সংসক্তি আছে। এখানে সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন হল—Q বচনটিকে সত্য বলা হবে কেন ? প্রশ্নোত্তরে X Y Z ইত্যাদি বচন স্বীকার করতে হয় যাদের সঙ্গে Q-এর সংসক্তি আছে। একইভাবে প্রশ্ন ওঠে X-কে সত্য বলা হবে কেন, এবং একইভাবে M N O ইত্যাদি বচন স্বীকার করতে হয়। এভাবে নিরন্তর চললে মূল P বচনটির সত্যতা কখনই প্রতিষ্ঠা করা যায় না। কাজেই, কোন এক স্তরে বচনকে পরিহার করে বাস্তব ব্যাপারের উল্লেখ করতে হবে এবং বচনের সঙ্গে সেই বাস্তব ব্যাপারটির অনুরূপতার উল্লেখ করে বচনের সত্যতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এমন ক্ষেত্রে আমাদের এটাই বলতে হবে যে, P বচনটি সত্য কেননা তা এক বাস্তব ব্যাপারের অনুরূপ।

তৃতীয়ত, কতকগুলি মিথ্যা বচন বা বচন-তন্ত্রের মধ্যেও সংসক্তি থাকতে পারে। এমন হতে পারে যে P বচনটি যেমন মিথ্যা, P-এর সঙ্গে সংসক্তি সম্বন্ধে আবদ্ধ Q R S বচনগুলিও তেমনি মিথ্যা। উল্লিখিত পাঁচজন সাক্ষীর প্রত্যেকের সাক্ষ্য-বাক্যটি মিথ্যা হতে পারে। এমন হতে পারে, অন্তত হওয়াটা অসম্ভব নয় যে, কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা লোকটি অকুস্থানে আদৌ ছিল না, তারই মতো দেখতে অন্য একজন লোক সেখানে ছিল এবং সাক্ষীদের প্রত্যেকের দেখাটা ভুল হয়েছে।

উকিলরা অনেক সময় অপরাধ-ঘটিত মামলা-মোকদ্দমায় কতকগুলি মিথ্যা বাক্যের মধ্যে সংগতি রক্ষা করে বিচারকের সামনে এমনভাবে উপস্থাপিত করেন যাতে নির্দোষ ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হয় এবং দোষী ব্যক্তি নির্দোষ সাব্যস্ত হয়।

চতুর্থত, সংসক্তিবাদীদের 'সত্যতার মাত্রাভেদ' প্রসঙ্গেও আপত্তি দেখা দেয়। সংসক্তিবাদ

অনুসারে, কোন জ্ঞান বা বচন পূর্ণ সত্য নয়, জ্ঞানমাত্রই আংশিক সত্য এবং আংশিক মিথ্যা। আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে সংসক্তিবাদীদের এই অভিমত হেঁয়ালী বলে মনে হয়। আমাদের ব্যবহারিক বুদ্ধিতে, যা সত্য তা সত্য এবং সত্য কখনো মিথ্যা হতে পারে না ; তেমনি যা মিথ্যা তা মিথ্যা এবং মিথ্যা কখনো সত্য হতে পারে না। সত্য এবং মিথ্যাকে 'আংশিক' রূপে গণ্য করে সংসক্তিবাদীরা সত্য মিথ্যার পার্থক্যকেই অস্বীকার করেছেন।

এই অভিযোগটি অবশ্য যথাযথ হতে পারেনি। সংসক্তিবাদীরা এমন বলেন না যে, কোন এক সত্যজ্ঞান মিথ্যাজ্ঞানে এবং মিথ্যাজ্ঞান সত্যজ্ঞানে পরিণত হয়। সংসক্তিবাদীরাও বলেন যে, যা সত্য তা সত্য এবং যা মিথ্যা তা মিথ্যা। তবে, সংসক্তিবাদ অনুসারে ঐ চরম সত্যজ্ঞান বা চরম মিথ্যাজ্ঞান মনুষ্যলভ্য নয়। বিশ্বজগৎ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানভাণ্ডার পরিপূর্ণ না হলে চরম সত্যজ্ঞান লাভ করা যায় না। জগৎ সম্পর্কে আমাদের সমস্ত জ্ঞানই খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে আমাদের এই খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ জ্ঞান স্থাণু নয়, তা ক্রমশই প্রসারিত, সমৃদ্ধ ও উন্নত হয়। এজন্য একদা যে জ্ঞান তৎকালীন জ্ঞানভাণ্ডারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়ার জন্য মিথ্যা বলে বিবেচিত হয়, পরবর্তীকালের উন্নত ও সম্প্রসারিত জ্ঞানভাণ্ডারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলে তাকে সত্যরূপে গণ্য করা হয় ; তেমনি একদা যে জ্ঞান তৎকালীন জ্ঞানভাণ্ডারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার জন্য সত্য বলে বিবেচিত হয়, পরবর্তীকালের উন্নত ও সম্প্রসারিত জ্ঞানভাণ্ডারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলে তাকে মিথ্যা রূপে গণ্য করা হয়। জ্ঞানভাণ্ডারের সমৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের জন্যই আমাদের কোন জ্ঞানকেই চরম সত্য অথবা চরম মিথ্যারূপে গণ্য করা যায় না।

তবে উপসংহারে একথাই বলতে হয় যে, সকল ক্ষেত্রে সংসক্তির মাধ্যমে বচনের সত্যতা নির্ধারণ সম্ভব না হলেও, সত্যতা নির্ণয় প্রসঙ্গে মতবাদটির গুরুত্ব অস্বীকার করাও যায় না। ঐতিহাসিক বচনের ক্ষেত্রে এবং বিশেষ করে গাণিতিক ও জ্যামিতিক বচনের ক্ষেত্রে, যেখানে বচনের অনুরূপ কোন বাস্তব বিষয় থাকে না, সংসক্তির মাধ্যমেই বচনের সত্যতা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

১৫.৬. প্রয়োগবাদ (Pragmatism)

দর্শনের ইতিহাসে প্রয়োগবাদ (Pragmatism) এক অভিনব ও বৈপ্লবিক মতবাদ। আমেরিকার সি.এস্.পার্স (C.S. Peirce), উইলিয়ম্ জেমস্ (W. James), জন্ ডিউই (J. Dewey) এবং ইংলন্ডের এফ্.সি.এস্. শীলার (F.C.S. Schiller)-এর নাম এই মতবাদের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত। এঁদের সত্যতত্ত্বের সার কথা হল, **কোন চিন্তা বা বিশ্বাস বা প্রকল্প তখনই সত্য হয় যখন তা কাজ করে, কাজে লাগে।**

প্রথমেই প্রয়োগবাদীদের এপ্রকার সত্যতত্ত্বের বিরুদ্ধে আপত্তি করে বলা যেতে পারে যে, প্রয়োগবাদীদের সত্যতত্ত্বে 'প্রসঙ্গ-বিভ্রম-দোষ' ঘটেছে, কেননা 'কাজ করে' কথাটি বস্তু প্রসঙ্গে অর্থপূর্ণ, চিন্তা বা বিশ্বাস বা বচন প্রসঙ্গে নয়। আমরা বলি,—

এই যন্ত্রটা কাজ করে।

ঐ যন্ত্রটা অকেজো, অচল।

অধ্যাপক হসপার্স প্রদত্ত দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি বোঝানো গেল :

ধরা যাক্, আমার মোটর গাড়িটা হঠাৎ থেমে গেল এবং আমার মনে হল যে গাড়ির কোন যন্ত্রাংশ, যথা—স্টার্টার বোতামটা কাজ না করার জন্য গাড়িটা চলছে না। ধরা যাক্, ঐ বোতামটা ধরে কিছুক্ষণ টানাটানি করার পর গাড়িটা আবার চলতে শুরু করে। এখানে বোতামটা (যা আগে কোন কারণে অকেজো হয়ে পড়েছিল) কাজ করার জন্যই গাড়িটা ঠিক হল। 'কাজ করা' কথাটা এভাবে আমরা কোন বস্তু প্রসঙ্গেই ব্যবহার করে থাকি। চিন্তা, ধারণা, বিশ্বাস প্রসঙ্গে 'কাজ করা' কথাটি অর্থহীন।

কিন্তু প্রয়োগবাদীদের সত্যতত্ত্বের বিরুদ্ধে অভিযোগটি সঠিক হতে পারেনি। প্রয়োগবাদীদের সত্যতত্ত্ব অনুধাবন করতে হলে প্রথমেই জানা প্রয়োজন, 'ধারণা', 'চিন্তা', 'বিশ্বাস, 'প্রকল্প' ইত্যাদি বলতে তাঁরা আসলে কি বোঝাতে চান।

প্রয়োগবাদীদের মতে মানুষের চিন্তন-প্রক্রিয়া, বিশ্বাসকরণ, প্রকল্প গঠন ইত্যাদি কেবল বন্ধ্যা বুদ্ধিবিলাসিতা নয়, মানুষের জীবন ও অস্তিত্ব রক্ষার সঙ্গে তার যোগ ঘনিষ্ঠ। পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের জন্য (adjustment) মানুষকে নানা বিপর্যয় ও সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সেই সব সমস্যার সমাধানের জন্য মানুষ চিন্তা করে, ধারণা গঠন করে, কোন কিছু বিশ্বাস করে, প্রকল্প রচনা করে ; আর ঐ সব চিন্তা ও বিশ্বাস সত্য হয় যদি তা জীবনে সুফলপ্রসূ হয়, কার্যকর হয় অর্থাৎ 'কাজ করে'। প্রয়োগবাদীদের মতে, ধারণা, চিন্তা, বিশ্বাস ইত্যাদি তাই যন্ত্রতুল্য, যা মানুষের অভিযোজনকে বিশেষ আকারে আকারিত করে, কর্মাদিকে বিশেষ পথে চালিত করে। ধারণা, চিন্তা ইত্যাদি হল হাতিয়ার, যন্ত্র, যার সাহায্যে মানুষ তার জীবনের সমস্যাসমূহকে সমাধান করে, আর ঐ সমাধানের কার্যকারিতা অনুসারে তাদের সত্যমূল্য নির্ধারিত হয়। ডিউই বলেন, 'বিশ্বাস বা ধারণা হল লক্ষ্য লাভের হাতিয়ার। হাতিয়ারের যেমন নিজস্ব কোন মূল্য নেই, তার মূল্য নির্ভর করে উপযোগিতা বা কার্যকারিতার ওপর, প্রয়োগ ক্ষমতার ওপর, ধারণা বা বিশ্বাসেরও তেমনি নিজস্ব কোন মূল্য নেই, তাদের মূল্য নির্ভর করে তাদের কার্যকারিতার ওপর, প্রয়োগ-ক্ষমতার ওপর'।[১] শীলার বলেন, 'কোন বাক্যের সত্যতা নির্ভর করে বাক্যটির 'যাচাই হবার' ওপর এবং 'যাচাই হওয়া' বলতে বোঝায় বাক্যটির 'ফলদায়ক সামর্থ্য'।[২]

প্রয়োগবাদীদের কাছে, নিছক তত্ত্বগত চিন্তা বা বৌদ্ধিক-বিচার-বিশ্লেষণ মূল্যহীন। চিন্তাকে হতে হবে ব্যবহারিক, ব্যবহারিক সমস্যার সঙ্গে যুক্ত। চিন্তামাত্রই ব্যবহারিক জীবনের কোন না কোন সমস্যার সমাধানে ধারণা বা প্রকল্প গঠন করে। **চিন্তার উৎপত্তি হয় তখনই যখন আমাদের কোন প্রকল্প অনুসারে আমরা বিশেষ কোন কর্মপন্থা গ্রহণ করি।** ধরা যাক্, কোন ব্যক্তি বনপথ দিয়ে যাচ্ছে। এমন অবস্থায়, প্রয়োগবাদীদের মতে, ব্যক্তিটির কোন চিন্তা, বিশ্বাস, প্রকল্প ইত্যাদি নেই, কেননা কোন সমস্যার উদ্ভব হয়নি। এবার ধরা যাক্, লোকটি পথভ্রান্ত হয়ে বন থেকে বেরিয়ে আসবার পথ খুঁজছে। এমন অবস্থার সমস্যার উদ্ভব হয় এবং চিন্তার উৎপত্তি হয়। এমন অবস্থায় ব্যক্তিটিকে সঠিক পথ সম্পর্কে এক ধারণা বা প্রকল্প গঠন

১. Reconstruction in Philosophy. J. Dewey. P. 145.

২. Studies in Humanism. Schiller. P. 8-9.

করতে হয়। সেই ধারণা বা প্রকল্প অনুসরণ করে যদি সে বনের বাইরে আসতে পারে তাহলে সঠিক পথ সম্পর্কে তার পূর্বের ধারণা বা প্রকল্পটি সত্য বলে গ্রাহ্য হবে, না হলে তা মিথ্যা বলে পরিগণিত হবে। **কাজেই, প্রয়োগবাদীদের অভিমত হল, কোন ধারণা, বচন, বিশ্বাস বা প্রকল্প যদি সন্তোষজনক ফলদান করে, বাস্তবে কাজে লাগে, কার্যকর হয়, সফলতার দিকে নিয়ে যাবার ক্ষমতা থাকে অর্থাৎ প্রয়োজনসাধক হয়, তাহলেই তা সত্য বলে গণ্য হবে।**

স্পষ্টতই, প্রয়োগবাদীদের মতে, **কোন বাক্য বা ধারণা বা বিশ্বাস বা মতবাদ নিজে নিজে সত্য নয়, আবার মিথ্যাও নয়।** সত্যতা বা মিথ্যাত্ব বাক্য বা বিশ্বাসের অন্তর্নিহিত কোন স্থাণু-ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য নয়। **বাক্য বা বচন সত্য/মিথ্যা হয় তার প্রয়োগ-ক্ষমতার দ্বারা।** 'এভাবে, সন্তোষজনক ফললাভের দ্বারা যাচাই হওয়া ছাড়া সত্যতার আর কোন অর্থ নেই।'[৩] 'যে প্রকল্প কাজে লাগে, কার্যকর হয়, কেবল সেটাই সত্য।'[৪] বচন বা বিশ্বাসের সত্যতা তার অন্তর্গত কোন স্থাণু ধর্ম নয়। ঘটনা-ধারার মধ্য দিয়ে কোন বচন বা বিশ্বাস সত্য হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে জেমস্ বলেন, 'প্রয়োগবাদীদের কাছে, সত্যতা হল যাচাইকরণ প্রক্রিয়ার এক সমষ্টিগত নাম ; 'স্বাস্থ্য', 'বিত্ত', 'সামর্থ্য' যেমন জীবনধারার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন নাম, 'সত্যতা'ও তেমনি যাচাইকরণ প্রক্রিয়ার এক সমষ্টিগত নাম। স্বাস্থ্য, বিত্ত, সামর্থ্যকে যেমন (প্রচেষ্টার দ্বারা) অর্জন করতে হয়, ঘটনা-ধারার মাধ্যমে বাক্য বা বিশ্বাসও তেমনি সত্য হয়ে ওঠে।'[৫] বাস্তবিক পক্ষে, বচন বা বিশ্বাসের সত্যতা একটা ঘটনা, একটা ক্রিয়া বা কর্ম। **কাজেই, ঘটনা-ধারার মাধ্যমে সন্তোষজনক ফললাভ না করা পর্যন্ত কোন বচন বা বিশ্বাস সত্য হতে পারে না।** 'মঙ্গল গ্রহে জীব আছে', এই বচনটি বা বিশ্বাসটি নিজে নিজে সত্য নয়, মিথ্যাও নয়। যাচাইকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, ঘটনা-ধারার মাধ্যমে, বিশ্বাসটি কার্যকর প্রমাণিত হলে তা সত্য হয়, না হলে তা মিথ্যা হয়। সহজ কথায়, বচন বা বিশ্বাসের সত্যতা তার, প্রয়োগ-ক্ষমতার ওপর, কার্যকর হওয়ার ওপর নির্ভর করে, **'সত্যতা' বচনের আগন্তুক ধর্ম, অর্জিত ধর্ম, স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নয়।**

সমালোচনা (Criticism)

সত্যতা সম্পর্কে প্রয়োগবাদীদের অভিমত দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে যুক্তিযুক্ত নয়, কেননা—

প্রথমত, 'ধারণা বা বিশ্বাসকে হতে হবে কর্মপন্থার পরিকল্পনা (plan of action)', 'জ্ঞানকে হতে হবে প্রয়োজনসাধক'[৬]—প্রয়োগবাদীদের এই অভিমত গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। প্রয়োগবাদীরা বিশুদ্ধ চিন্তাকে, ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জিত চিন্তাকে, 'অকেজো চিন্তা' বলেছেন। তাঁদের মতে, চিন্তা উদ্দেশ্যমুখী না হলে, জীবনের প্রয়োজন সাধনের সঙ্গে চিন্তার যোগ না

৩. '.....the true means the verified and means nothing else.' Reconstruction in Philosophy. J. Dewey. P. 160.

৪. 'The hypothesis that works is the true one.' Ibid. P. 156.

৫. 'Truth for us is simply a collective name for verification processes, just as health, wealth, strength, etc. are names for other processes connected with life.....Truth is made, just as health. wealth. and strength are made, in the course of experience' Pragmatism. W. James. P 218.

৬. Quest for certainty. J. Dewey. P. 104

থাকলে, তা হবে অসার ও অসার্থক চিন্তা, বাজে চিন্তা। এমন অভিমত গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। বিজ্ঞানের ও দর্শনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যায় যে, ব্যবহারিক জীবনে যারা আমূল পরিবর্তন এনেছেন, বিপ্লব সাধন করেছেন, তাঁদের চিন্তা লক্ষ্যাভিমুখী ছিল না। এ প্রসঙ্গে দার্শনিক রাসেল বলেন, 'প্রায় সমস্ত চমকপ্রদ অগ্রগতির মূলে হল ফলাকাঙ্ক্ষা-বর্জিত চিন্তা। কেবল আবিষ্কারের চিন্তাতেই বিজ্ঞানের মৌল আবিষ্কারগুলি সংঘটিত হয়েছে, ব্যবহারিক কোন প্রয়োজন সাধনের চিন্তায় নয়। ফ্যারাডে, ম্যাক্সওয়েল, হার্জ প্রভৃতি তাঁদের গবেষণা ও আবিষ্কার মানুষের প্রয়োজন কতটা সাধন করবে তা ক্ষণিকের জন্যও চিন্তা করেননি',[১] যদিও তাঁদের সেই সব গবেষণা ও আবিষ্কারের পথ ধরেই বিজ্ঞানের চরম উন্নতি সম্ভব হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, প্রয়োগবাদীদের মতবাদ মানলে সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে সমস্ত প্রভেদ লুপ্ত হয়। পরিবেশভেদে, দেশকালভেদে, ব্যক্তিভেদে কোন ধারণা বা বিশ্বাসের কার্যকারিতাও ভিন্ন ভিন্ন হয় এবং তার ফলে, প্রয়োগবাদ অনুসারে, কোন একদিন যা সত্য ছিল পরবর্তীকালে তা মিথ্যা হয়, আবার কোন একদিন যা মিথ্যা ছিল পরবর্তীকালে তা সত্য হয়। তেমনি আবার যে বিশ্বাস বা ধারণা একজনের কাছে কার্যকর বা প্রয়োজনসাধক তা অন্যজনের প্রয়োজন সাধন করে না এবং তার ফলে একজনের কাছে যে বিশ্বাস বা বচন সত্য, অন্যজনের কাছে তা মিথ্যা বলে গ্রাহ্য হয়। 'জগতের সব কিছুই পর-নিয়ন্ত্রিত' অনেকের কাছে এই বিশ্বাসটি কার্যকর, তাই সত্য ; আবার 'জড়জগৎ পরনিয়ন্ত্রিত হলেও মনোজগৎ স্বনিয়ন্ত্রিত অর্থাৎ স্বাধীন' অনেকের কাছে এই বিশ্বাসটি কার্যকর, তাই সত্য। কিন্তু এই দুটি বিরোধী বিশ্বাস একযোগে সত্য হতে পারে না—তাদের একটি সত্য হলে অন্যটি মিথ্যা হবে। প্রয়োগবাদীদের সত্যতত্ত্ব মানলে তাই সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে কোন প্রভেদ থাকে না। আমাদের সাধারণ মতে, যা সত্য তা সত্য, যা মিথ্যা তা মিথ্যা। সত্য যা তা কোন অবস্থাতেই মিথ্যা হয় না, তেমনি মিথ্যা যা তা কোন অবস্থাতেই সত্য হয় না।

তৃতীয়ত, 'যে বচন বা বিশ্বাস জীবনে কার্যকর, প্রয়োজন-সাধক, তা সত্য'—একথা স্বীকার করা গেলেও কথাটাকে ঘুরিয়ে এমন বলা যাবে না যে, 'যে বচন বা বিশ্বাসের কার্যকারিতা নেই তা মিথ্যা' ; কেননা ক্ষেত্র বিশেষে মিথ্যা বচন বা বিশ্বাসও জীবনে প্রয়োজন-সাধক হতে পারে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ইউয়িং প্রদত্ত একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা গেল* : 'আর একবার মদ খেলেই আমার মৃত্যু হবে' ডাক্তারের এই সতর্কবাণীটিকে যদি ঘোর মদ্যপায়ী কোন ব্যক্তি সত্য বলে মনে করে তাহলে সে অত্যন্ত উপকৃত হবে, যদিও কথাটি সত্য নয় (কেননা আরও অনেক দিন মদ খেয়ে সে বেঁচে থাকতে পারে)।

চতুর্থত, কোন বচন বা বিশ্বাস কার্যকর বলেই তা সত্য হয় না, আসলে ঐ বচন বা বিশ্বাসটি সত্য বলেই তা কার্যকর হয়। ধরা যাক্, 'রাস্তা দিয়ে একটা মোটর গাড়ী দ্রুত ছুটে

১. 'Almost all great advances have sprung originally from disinterested motives. Scientific discoveries have been made for their own sake and not for their utilization.....Faraday, Maxwell and Hertz.....never for a moment considered the possibility of any practical application of their investigation.' The Scientific Outlook. B. Russel. P. 153.

* The Fundamental Questions of Philosophy, A. C. Ewing. P. 56.

আসছে' এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে আমি রাস্তা পার হলাম না এবং আমি ঐ সময় গাড়ী চাপাও পড়লাম না। এখানে বিশ্বাসটি ('একটা মোটরগাড়ী দ্রুত ছুটে আসছে') আমার জীবনে কার্যকর হল বলেই তা সত্য হয়নি, বরং বিশ্বাসটি সত্য ছিল বলেই তা কার্যকর হয়েছে।

পঞ্চমত, প্রয়োগবাদীদের সত্যতত্ত্ব অনুসারে কেবল না-ঘটা ঘটনা সংক্রান্ত বিশ্বাস বা বচনকেই অর্থাৎ ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত বচনকেই সত্য অথবা মিথ্যা বলা যায়, অতীতের বা ঐতিহাসিক বচন সম্পর্কে, স্মৃতিকথা সম্পর্কে সত্য অথবা মিথ্যা কিছুই বলা চলে না। প্রয়োগবাদ অনুসারে ধারণা, বিশ্বাস, প্রকল্প প্রভৃতি ভবিষ্যৎ কর্ম-প্রণালী সম্পর্কে এক পরিকল্পনা (plan of action) এবং ঐ পরিকল্পনা অনুসারে কর্মধারা কার্যকর হলে পূর্বের বিশ্বাসটি সত্য হয়, কার্যকর না হলে তা মিথ্যা হয়। এমন অবস্থায় অতীত সংক্রান্ত কোন বচনকে, ঐতিহাসিক বচনকে, যথা—'ব্রুটাস সিজারকে হত্যা করেছিলেন' এই বচনকে সত্য/মিথ্যা কিছুই বলা যাবে না, কেননা সেক্ষেত্রে বিশেষ কোন পরিকল্পনা অনুসারে কর্মসাধনের প্রয়োজন হয় না। তেমনি 'গতবছর জুন মাসে আমি দার্জিলিং বেড়াতে গিয়েছিলাম এবং আকাশ মেঘমুক্ত থাকায় কাঞ্চনজঙ্ঘা গিরিশৃঙ্গ দেখতে পেয়েছিলাম'—কোন ব্যক্তির এমন স্মৃতিকথাকেও সত্য/মিথ্যা কিছুই বলা যাবে না, কেননা এক্ষেত্রেও বিশেষ কোন পরিকল্পনা অনুসারে কর্মসাধনের প্রয়োজন হয় না।

সর্বোপরি, প্রয়োগবাদীরা অনুরূপতাবাদীদের সত্যতত্ত্ব অস্বীকার করলেও পরোক্ষভাবে তাকে স্বীকার করেছেন। প্রয়োগবাদীদের মতে, বিপর্যয় বা সমস্যার সম্মুখীন হলে তবেই চিন্তা বা ধারণার উদ্‌ভব হয় এবং চিন্তা তখন পরিকল্পনা মাফিক এক কর্মধারার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয় ; ঐ কর্মধারা কার্যকর হলে পূর্বের ধারণাটির যাচাইকরণ সমাপ্ত হয় এবং তা সত্যরূপে গ্রাহ্য হয়। এখন, 'কর্মধারার কার্যকারিতা' বলতে বোঝায়, 'বাস্তব জগতের ঘটনাধারার কার্যকারিতা'। এমন ক্ষেত্রে, ধারণা বা বিশ্বাসের সঙ্গে বাস্তব জগতের অনুরূপতা আছে কি-না তা জানার প্রয়োজন হয়। 'মঙ্গলগ্রহে জীব আছে' এই বিশ্বাস অনুসারে কর্ম-পরিকল্পনা তখনই কার্যকর হতে পারে যদি দেখা যায় যে, বাস্তবিকপক্ষে মঙ্গলগ্রহে জীব আছে। **প্রকৃতপক্ষে, প্রয়োগবাদীদের 'যাচাইকরণ' অন্তিম পর্যায়ে অনুরূপতাকেই নির্দেশ করে—বিশ্বাসের সঙ্গে বিশ্বাসের বিষয়ের অনুরূপতা।** তাহলে পরিশেষে বলতে হয় যে, অনুরূপতাবাদীদের সত্যতত্ত্বের সমস্ত দোষগুলি প্রয়োগবাদীদের সত্যতত্ত্বেও সঞ্চারিত হয়।

১৫.৭. সত্যতা এবং বিশ্বাস (Truth and Belief)

কোন 'বচনে বিশ্বাস' এবং 'বচনটি সত্য হওয়া' অভিন্ন বিষয় নয়। 'মঙ্গলগ্রহে জীব আছে' বচনটিকে 'ব' ধরা যাক। এখন

১. ব সত্য

২. আমি বিশ্বাস করি যে ব সত্য

এই দুটি বচনের অর্থ অভিন্ন নয়, তাদের অর্থ ভিন্ন ভিন্ন। **বচনের সত্যতা বচনোক্ত বিষয়-নির্ভর, বচনে বিশ্বাস মানসিক অবস্থামাত্র।** সত্যতা বিষয়গত, বিশ্বাস বিষয়ীগত। কোন ব্যক্তি একটি বচনকে সত্য বলে বিশ্বাস করতে পারে যদিও আসলে বচনটি সত্য নয় ; তেমনি

আবার কোন মানুষ বিশ্বাস না করলেও একটি বচন সত্য হতে পারে। 'সূর্য পৃথিবীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়'—এই বচনটিকে দীর্ঘদিন মানুষ সত্য বলে গ্রহণ করেছে যদিও বচনটি মিথ্যা। তেমনি, কোয়ান্টাম্ ফিজিক্স-এ এমন অনেক সত্য বচন আছে মানুষ যাদের এখনও সত্য বলে গ্রহণ করতে পারেনি। কাজেই বিশ্বাসের দ্বারা, তা যতই দৃঢ় হোক না কেন, বচনের সত্যতা প্রতিপাদিত হয় না। সত্যতা নির্ভর করে ব্যাপার বা বস্তুস্থিতির (states-of-affairs) ওপর। কোন বচন তখনই সত্য হয় যখন সংশ্লিষ্ট ব্যাপার বা বস্তুস্থিতির সঙ্গে বচনটির অনুরূপতা বা মিল থাকে। ব্যাপার বা বস্তুস্থিতি বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে না—আমার বিশ্বাস অনুসারে বস্তুস্থিতি থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে। বচনের সত্যতা তাই বিশ্বাসের ওপর কোনভাবেই নির্ভরশীল নয়।

সত্যতার সঙ্গে বিশ্বাসের এপ্রকার সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকলেও আমরা অনেক সময় এমন অনেক উক্তি করে থাকি যাতে মনে হয় যে, আমরা ঐ পার্থক্য জানি না অথবা জানলেও তা স্মরণ করতে পারিনা।

(ক) আমরা প্রায়শই এমন বলি

১. **'একটা বচন যতক্ষণ সত্যরূপে প্রমাণিত না হয় ততক্ষণ তা মিথ্যা'**।

২. **'একটা বচন যতক্ষণ মিথ্যারূপে প্রমাণিত না হয় ততক্ষণ তা সত্য'**।

আমাদের এদুটি কথাই ভ্রান্ত, বিভ্রান্তিকর। এমন হতে পারে যে, কোন বচন সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত কিছু মানুষ বচনটিকে সত্যরূপে বিশ্বাস করে না। আবার এমনও হতে পারে যে, কোন বচন মিথ্যারূপে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত কিছু মানুষ বচনটিকে মিথ্যারূপে গ্রহণ করতে চায় না, সত্য বলে বিশ্বাস করে। উভয় ক্ষেত্রেই ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি ভ্রমাত্মক—উভয় ক্ষেত্রেই ব্যক্তি একথা ভুলে যায় যে, 'বচনের সত্যতা' এবং 'সত্যতায় বিশ্বাস' অভিন্ন বা এক জিনিস নয়। ব্যক্তির বিশ্বাসের দ্বারা বচনের সত্যতা নির্ধারিত হয় না। বাস্তবিক পক্ষে, বচনের সত্যতা ব্যক্তির বিশ্বাস/অবিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে না। বচনটির সপক্ষে সমর্থক দৃষ্টান্ত অথবা বচনটির বিপক্ষে বিরুদ্ধ দৃষ্টান্তই বচনটিকে সত্য অথবা মিথ্যারূপে প্রতিষ্ঠা করে। সাক্ষ্য-প্রমাণ যদি নির্দেশ করে যে বচনটি মিথ্যা তাহলে বচনটির সত্যতায় বিশ্বাস না করা অর্থাৎ অবিশ্বাস করাই হবে সঙ্গত কাজ ; সাক্ষ্য-প্রমাণ যদি নির্দেশ করে যে বচনটি সত্য তাহলে বচনটির সত্যতায় বিশ্বাস করাই হবে সঙ্গত কাজ ; আর যদি এমন যে যে বচনটিকে যেমন সত্যরূপে প্রতিষ্ঠা করা যায় না, আবার মিথ্যারূপেও প্রতিষ্ঠা করা যায় না, তাহলে বচনটির সত্যতায় বিশ্বাস এবং অবিশ্বাস উভয়ই হবে যুক্তিহীন কাজ। সমর্থক দৃষ্টান্ত বা সাক্ষ্য-প্রমাণের মাত্রা অনুসারে বিশ্বাসের মাত্রারও তারতম্য ঘটে। যদি এমন হয় যে, কোন বচনের সত্যতা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত না হলেও অনেক সমর্থক দৃষ্টান্ত, সাক্ষ্য-প্রমাণ ইত্যাদি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তাহলে আমাদের যুক্তিসঙ্গতভাবে এটাই বলতে হবে, 'আমার বিশ্বাস যে বচনটি খুব সম্ভব সত্য' অথবা 'আমার বিশ্বাস যে বচনটির সত্য হবার সম্ভাবনাই বেশি।'

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমাদের বিভ্রান্তিকর উক্তিদুটির সঠিক অর্থ বিশ্লেষণ করা গেল :

১. **'একটা বচন যতক্ষণ সত্যরূপে প্রমাণিত না হয় ততক্ষণ তা মিথ্যা'**

কথাটির মাধ্যমে ব্যক্তি যা বলে তা তার মিথ্যাত্বের বিশ্বাস সম্পর্কে, বচনের মিথ্যাত্ব সম্পর্কে নয়। কথাটির মানে হল

'একটা বচন যতক্ষণ পর্যন্ত সত্যরূপে প্রমাণিত না হয় ততক্ষণ আমি বচনটির সত্যতায় বিশ্বাস করবো না।'

এভাবে অর্থ করলে বচনটির মধ্যে আর কোন অসঙ্গতি থাকে না, কেননা এখানে বচনের সত্যমূল্য সম্পর্কে কিছু বলা হয় না, বলা হয় সত্যতায় অবিশ্বাস সম্পর্কে। অবিশ্বাস এক মানসিক অবস্থামাত্র এবং সেজন্য কোন কিছুতে অবিশ্বাস করা অথবা না-করা ব্যক্তির ইচ্ছাধীন।

তেমনি—

২. **'একটা বচন যতক্ষণ মিথ্যারূপে প্রমাণিত না হয় ততক্ষণ তা সত্য'**

কথাটির মাধ্যমে বক্তা যা বলে তা তার সত্যতার বিশ্বাস সম্পর্কে, বচনের সত্যতা সম্পর্কে নয়। কথাটির মানে হল

'একটা বচন যতক্ষণ পর্যন্ত মিথ্যারূপে প্রমাণিত না হয় ততক্ষণ আমি বচনটির সত্যতায় বিশ্বাস করবো'।

এভাবে অর্থ করলে বচনটির মধ্যে আর কোন অসঙ্গতি থাকে না, কেননা এখানে বচনের সত্যমূল্য সম্পর্কে কিছু বলা হয় না, বলা হয় সত্যতায় বিশ্বাস সম্পর্কে। বিশ্বাস এক মানসিক অবস্থামাত্র এবং সেজন্য কোন কিছুতে বিশ্বাস করা অথবা না করা ব্যক্তির ইচ্ছাধীন।

(খ) বিতর্কে অংশগ্রহণ করে কোন বিতর্কিত বচন সম্পর্কে অনেক সময় আমরা বলি—

'যতদূর আমি জানি অর্থাৎ আমার জ্ঞানানুসারে, বচনটি সত্য'

বচনটি বিভ্রান্তিকর কেননা স্পষ্ট করে এখানে কিছুই বলা হয় না। কথাটির মানে এমন নয় যে 'বচনটি সত্য', কেননা বচনের সত্যতা আমার জানা অথবা না-জানার ওপর নির্ভরশীল নয়। আবার, বচনটির মানে এমনও নয় যে, 'আমি বিশ্বাস করি যে বচনটি সত্য', কেননা আমার বিশ্বাসের বিষয় সত্য হতে পারে, মিথ্যা হতেও পারে। 'যতদূর জানি, বচনটি সত্য' কথার মাধ্যমে বক্তা তার বিশ্বাস-অতিরিক্তভাবে আরও কিছু বলতে চায় এবং সেই অতিরিক্ত বিষয়টির জন্য বচনটি বা কথাটি (যতদূর জানি ..... সত্য) বিভ্রান্তিকর। **কথাটির মাধ্যমে বক্তা এটাই বলতে চায় যে 'সে কেবল বচনটির সত্যতায় বিশ্বাস করে না, বচনটাও সত্য'**।

এমন বলার ক্ষেত্রে বক্তা বিস্মৃত হয় যে 'সত্যতার বিশ্বাস' এবং 'বচনের সত্যতা' এক জিনিস নয়। বচনের সত্যতা ব্যক্তির বিশ্বাস/অবিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে না। এমন হতে পারে যে বচনটা মিথ্যা কিন্তু বক্তা ভুল করে মনে করে যে বচনটি সত্য। আসলে, **বক্তার উক্তিটি এখানে এক সুবিধাবাদীর উক্তি—তর্কে পরাজিত হলে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য উক্তি**। 'আমি যতদূর জানি' বা 'আমার জ্ঞানানুসারে' কথাটি বক্তা সম্ভবত এই উদ্দেশ্যেই যোগ করে যে, তর্কে পরাজিত হলে অর্থাৎ, বচনটি মিথ্যা বলে স্বীকৃত হলে সে যাতে এই অজুহাতে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারে। বচনটি মিথ্যা প্রতিপন্ন হলে বক্তা এখানে বলতে পারে, 'আমি

একথা বলিনি যে বচনটা সত্য, আমি কেবল এটাই বলেছি যে আমার জ্ঞানানুসারে অর্থাৎ আমার বিশ্বাস অনুসারে বচনটা সত্য।'

কিন্তু এভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করা যায় না, কেননা একই সঙ্গে সত্যতার দাবী এবং সেই দাবীকে পরিত্যাগ—এই দুটি কাজ যুগপৎ হতে পারে না। একটা বচনকে সত্য বলে আমি দাবী করছি, আবার বচনটি মিথ্যা প্রতিপন্ন হলে আমি যুক্তি দর্শিয়ে বলছি 'বচনটিকে আমি তো সত্য বলিনি, বলেছি যে আমার বিশ্বাস ছিল যে বচনটা সত্য'—যুক্তিসম্মত হতে পারে না। অধ্যাপক হস্‌পার্স একে এক অসম্ভব দাবী বলে গণ্য করে বলেছেন, এ যেন একই সঙ্গে একটি কেক্ খেয়ে ফেলা এবং কেক্‌টিকে হাতের মুঠোয় অক্ষত রাখা।

(গ) সর্বাপেক্ষা বিভ্রান্তিকর উক্তি হল

'আমার কাছে বচনটি সত্য,

তোমার কাছে বচনটি মিথ্যা হতে পারে।'

এমন উক্তি আমরা প্রায়শই করে থাকি এবং এমন উক্তি অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর। সত্য এবং মিথ্যা সর্বজনীন। যা সত্য তা সবার কাছে সত্য এবং যা মিথ্যা তা সবার কাছে মিথ্যা। সম্ভবত এখানে 'আমার কাছে' এবং 'তোমার কাছে' বলতে বক্তা যা বোঝাতে চায় তা হল, 'আমার বিশ্বাস অনুসারে' এবং 'তোমার বিশ্বাস অনুসারে'। তাহলে অভিপ্রেত বচনদুটিকে এভাবে বলতে হবে—

'আমার বিশ্বাস মতো বচনটি সত্য

তোমার বিশ্বাস মতো বচনটি মিথ্যা হতে পারে।'

উক্তি দুটির মধ্যে কোন অসঙ্গতি বা বিরোধ নেই, কেননা এখানে আমার এবং তোমার বিশ্বাসের কথাই বলা হয়, বচনের সত্যমূল্যের কথা বলা হয় না। বিশ্বাস এক মানসিক অবস্থা এবং একই বচনের প্রতি দুইজন ব্যক্তির মানসিক অবস্থা ভিন্ন হতে পারে।

কিন্তু 'আমার কাছে' এবং 'তোমার কাছে' বলতে বক্তা যদি আমার এবং তোমার বিশ্বাস অতিরিক্তভাবে বচনের সত্যতাকে অন্তর্ভুক্ত ক'রে বচনদুটির এমন অর্থ করে—

'আমার কাছে বচনটি সত্য' মানে 'আমি বিশ্বাস করি বলেই বচনটি সত্য'

'তোমার কাছে বচনটি মিথ্যা' মানে 'তুমি বিশ্বাস কর না বলেই বচনটি মিথ্যা'

তাহলে তা অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর হবে, কেননা ব্যক্তি বিশেষের (তোমার/আমার) বিশ্বাস অবিশ্বাসের দ্বারা বচনের সত্যতা নির্ধারিত হয় না।

(ঘ) **সত্যতা কখনো ব্যক্তি সাপেক্ষ নয়, যদিও এমন হতে পারে যে একটি বচন কেবল একজনকে কেন্দ্র করেই সত্য হয়।** ধরা যাক্, রামের মাথা ধরেছে, শ্যামের মাথা ধরেনি। এমন ক্ষেত্রে

রাম যখন বলে : 'আমার মাথা ধরেছে' তখন কথাটা সত্য

শ্যাম যখন বলে : 'আমার মাথা ধরেনি' তখন কথাটা সত্য

তাহলে বলতে হয় যে, রামের কথা কেবল রামের কাছেই সত্য

শ্যামের কথা কেবল শ্যামের কাছেই সত্য

অর্থাৎ বচনের সত্যতা ব্যক্তি-কেন্দ্রিক।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এমন ব্যাখ্যা সঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে, রামের কথা যেমন রামের কাছে সত্য তেমনি তা শ্যাম ও অপরাপর ব্যক্তির কাছেও সত্য। তেমনি শ্যামের কথা শ্যাম এবং অপরাপর ব্যক্তির কাছেও সত্য। এখানে রাম এবং শ্যামের কথার অন্তর্গত 'আমি' বা 'আমার' শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। 'আমি' বা 'আমার' শব্দটির অর্থ হল 'বক্তা নিজে'। বক্তা রাম হলে শব্দটির অর্থ হবে 'রাম', বক্তা শ্যাম হলে শব্দটির অর্থ হবে 'শ্যাম'—এভাবে বক্তাভেদে শব্দটির নির্দেশক ভিন্ন ভিন্ন হবে। তাহলে রাম যখন বলে 'আমার মাথা ধরেছে' তখন কথাটির অর্থ হবে 'রামের মাথা ধরেছে'। দিনক্ষণের উল্লেখ না থাকায় এই বচনটি একটি সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ বচন, সম্পূর্ণ বচনটি হবে—

'বিশেষ দিনক্ষণে (১.১.২০০১ খ্রীষ্টাব্দে বেলা ১২টার সময়) রামের মাথা ধরেছে'

এই বচনটি কেবল রামের কাছেই সত্য নয়, সবার কাছে সত্য।

একইভাবে, দিনক্ষণের উল্লেখ করলে শ্যামের সম্পূর্ণ বচনটি হবে

'বিশেষ দিনে এবং ক্ষণে (১.১.২০০১ খ্রীষ্টাব্দে বেলা ১২টায়) শ্যামের মাথা ধরেনি'

এই বচনটিও কেবল শ্যামের কাছেই সত্য নয়, সবার কাছেই সত্য। স্পষ্টতই, বচনের সত্যতা পাত্রগত নয়, তা সর্বজনীন। যা সত্য তা সবার কাছে সত্য এবং যা মিথ্যা তা সবার কাছে মিথ্যা।

(ঙ) অপর এক বিভ্রান্তিকর উক্তি হল

'কোন বচন একজনের কাছে সত্য, অন্যজনের কাছে মিথ্যা'।

'কোন এক কালে সত্য, অন্য কালে মিথ্যা'

যেমন—

'সূর্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে' বচনটি টোলেমির (Ptolemy) কাছে সত্য, কোপারনিকাসের (Copernicus) কাছে মিথ্যা।

এমন কথা বলার অর্থ হল, 'বিশেষ দেশকালে একটি বচন সত্য, ভিন্ন দেশকালে বচনটি মিথ্যা'। এমন কথা অত্যন্ত বিভ্রান্তিজনক। যা সত্য তা সবার কাছে, সব দেশকালে সত্য, আর যা মিথ্যা তা সবার কাছে সব দেশ কালে মিথ্যা। **দেশ-কাল-পাত্রের পরিবর্তনের সঙ্গে বচনের সত্যমূল্য পরিবর্তিত হয় না।**

কিন্তু এমন অনেক বচনের উল্লেখ করা যেতে পারে যা কোন একদিন সত্য ছিল, পরবর্তীকালে যা মিথ্যা হয়েছে। যেমন—

'ভারতবর্ষ একটি পরাধীন দেশ'

ভারত স্বাধীন হবার আগে বচনটি সত্য

ভারত স্বাধীন হবার পরে বচনটি মিথ্যা।

তাহলে বলতে হয় যে, দেশ-কাল-পাত্রের পরিবর্তনের সঙ্গে বচনের সত্যমূল্যও পরিবর্তিত হতে পারে।

কিন্তু এমন অভিমত যুক্তিসঙ্গত নয়। বচনের সত্যমূল্য স্থাণু, তা দেশ-কাল-পাত্র-সাপেক্ষ নয়। আসলে, **এসব ক্ষেত্রে যে বচনের উল্লেখ করা হয় তা সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ বচন, যেহেতু দেশ-কালের উল্লেখ থাকে না।** 'ভারতবর্ষ একটি পরাধীন দেশ' বচনটি একটি অসম্পূর্ণ

বচন। কালের উল্লেখ করলে সম্পূর্ণ বচনটি হবে

১. '১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ইতিহাস অনুসারে ভারতবর্ষ একটি পরাধীন দেশ' কথাটা সত্য

২. '১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ইতিহাস অনুসারে ভারতবর্ষ একটি পরাধীন দেশ' কথাটা মিথ্যা।

স্পষ্টতই এখানে দুটি বচনের উল্লেখ আছে, একটি বচনের নয়। কাজেই, এমন নয় যে একটি সত্য বচন পরবর্তীকালে মিথ্যা হয়েছে। প্রথম বচনটি যেমন ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে সত্য, আজও সত্য। দ্বিতীয় বচনটি যেমন ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে মিথ্যা, আজও মিথ্যা। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ইতিহাস অনুসারে 'ভারতবর্ষ একটি পরাধীন দেশ' বচনটি কখনো মিথ্যা হবে না ; তেমনি ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ইতিহাস অনুসারে 'ভারতবর্ষ একটি পরাধীন দেশ' বচনটি কখনো সত্য হবে না।

স্পষ্টতই, বচনের সত্যতা দেশ-কাল সাপেক্ষ নয়, তা দেশ-কাল নিরপেক্ষ। খ্রীষ্টপূর্ব ৪৪ অব্দে যদি জুলিয়াস সিজারকে হত্যা করা হয়ে থাকে তাহলে 'খ্রীষ্টপূর্ব ৪৪ অব্দে জুলিয়াস সিজারকে হত্যা করা হয়' বচনটি কেবল ঐ সময়েই (খ্রী. পূ. ৪৪) সত্য নয়, বচনটি আজ সত্য এবং পরবর্তী যে কোন কালে সত্য। তেমনি 'সপ্তদশ খ্রীষ্টাব্দে ডাইনীরূপে চিহ্নিত ব্যক্তিদের পুড়িয়ে মারা হত' বচনটি সপ্তদশ খ্রীষ্টাব্দেই সত্য নয়, আজ সত্য এবং যে কোন কালে সত্য। অবশ্য 'সত্য বচন সর্বদা সত্য' একথা বলার অর্থ এমন নয় যে বচনে বর্ণিত ব্যাপার বা বস্তুস্থিতি সর্বদা অবস্থান করে। 'খ্রীষ্টপূর্ব ৪৪ অব্দে জুলিয়াস সিজারকে হত্যা করা হয়' বচনটি দেশ-কাল নিরপেক্ষভাবে সত্য হলেও বচনে উক্ত বস্তুস্থিতি (সিজারকে হত্যা করা ঘটনাটি) কেবল এক বিশেষ কালেই ঘটেছিল—বস্তুস্থিতির আর পুনরাবৃত্তি হয় না। তেমনি 'সপ্তদশ খ্রীষ্টাব্দে ডাইনী রূপে চিহ্নিত ব্যক্তিদের পুড়িয়ে মারা হত' বচনটি দেশ-কাল নিরপেক্ষভাবে সত্য হলেও বচনে উক্ত বস্তুস্থিতি (ডাইনীদের পুড়িয়ে মারার ঘটনা) একটি সর্বকালীন ঘটনা নয়। সহজ কথায় যা সত্য তা সর্বকালীন কিন্তু সত্য বচনে প্রকাশিত বস্তুস্থিতি বিশেষ এক দেশ-কালের বিন্দুতেই অবস্থান করে।

প্রশ্নাবলী (Questions)

১। সত্যতা সম্পর্কিত প্রয়োগবাদ মানদণ্ডটি ব্যাখ্যা ও বিচার কর। তুমি কি মনে কর যে সত্যতা সংক্রান্ত অন্যান্য মতবাদগুলির তুলনায় এই মতবাদটি অধিক গ্রহণযোগ্য ?

অথবা

'সত্য হল তাই যা কার্যকর' এই মতবাদটি সবিচার কর। (উঃ ১৫.৬)

(Explain and examine the Pragmatic Criterion of truth. Do you think it to be a more acceptable criterion than the others ?

or

'Truth is that which works.' Critically explain this theory.)

২। সত্যতা সম্বন্ধে আনুরূপ্য মতবাদটি ব্যাখ্যা ও বিচার কর। (উঃ ১৫.৪)

(Explain and examine the correspondence theory of truth.)

৩। সত্যতা সম্পর্কে সংসক্তিবাদে 'সংসক্তি' বলতে কি বোঝায় ? সত্যতার মানদণ্ডরূপে সংসক্তিবাদের সবিচার আলোচনা কর। (উঃ ১৫.৫)

(What does 'coherence' mean in the
Explain and examine the theory.)

৪। তুমি কি মনে কর যে নিম্নোক্ত বচনদুটি সত

১. একটা বচন যতক্ষণ সত্যরূপে প্রমাণিত

২. একটা বচন যতক্ষণ মিথ্যারূপে প্রমাণিত

(Do you think that the following tw

1. A proposition is false until it is

2. A proposition is true until it is

৫। নিম্নোক্ত বচনটি কেন বিভ্রান্তিকর ?

'যতদূর আমি জানি, বচনটি সত্য।'

(Why the following proposition is

'At least as far I am concerned, i

৬। নিম্নোক্ত বচন দুটি কেন অত্যন্ত বিভ্রান্তিক

১. আমার কাছে বচনটি সত্য।

২. তোমার কাছে বচনটি মিথ্যা হতে প

(Explain why the following two

1. To me it is true.

2. To you it may not be true.)

৭। 'সত্যতা কখনো ব্যক্তি সাপেক্ষ হতে প

('Truth is not relative to the in

৮। সত্যতা ও বিশ্বাসের মধ্যে সম্বন্ধ ব্যাখ

(Explain the relation between